প্রথম আলো

তারিখ 06 JUL 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

এক বিদ্যালয়ের সাত ছাত্রীর বাল্যবিবাহ!

জুড়ী (মৌলভীবাজার) প্রতিনিধি ●

মৌলভীবাজারের জুড়ী উপজেলা সদরে অবস্থিত মকদীর বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেড়ে গেছে। গত এক মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন শ্রেণীর সাত ছাত্রীর বাল্যবিবাহ হয়েছে। এতে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন শিক্ষকেরা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, শুধু গত জুনেই ওই বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীর সাতজন ছাত্রীর বিয়ে হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নথিপত্রে উল্লেখ করা জন্মতারিখ অনুযায়ী তাদের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছর। [illegible] চারজনের বাড়ি সদর জায়ফরনগর ইউনিয়নের বেলাগাঁও এবং বাকিদের বাড়ি জাঙ্গিরাই গ্রামে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী (১৫) জানায়, দুই-তিন সপ্তাহ আগে মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী এক ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে অভিভাবকেরা প্রস্তুতি নেন। টের পেয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে সে বিষয়টি খুলে বলে। ওই দিনই কয়েকজন শিক্ষক তাদের বাড়িতে গিয়ে অভিভাবকদের ডেকে বাল্যবিবাহের কুফল তুলে ধরে সেটি বন্ধের অনুরোধ করেন। এতে মা-বাবা সম্মতি দিলে বাল্যবিবাহের হাত থেকে রেহাই পায় সে।

বেলাগাঁও গ্রামের আবুল কাশেম (৩৫) জানান, সম্প্রতি গ্রামে ষষ্ঠ শ্রেণীর এক ছাত্রীর বাল্যবিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন যুবক কনের বাড়িতে গিয়ে তার মা-বাবাকে বিয়েটি বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। এক পর্যায়ে অভিভাবকেরা আশ্বাস দিলেও পরে গোপনে বিয়েটি হয়ে যায়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসহাক আলী সাত ছাত্রীর বাল্যবিবাহের খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, 'হঠাৎ করে বাল্যবিয়ের যেন ধুম পড়ে গেছে। এ নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। অভিভাবক, এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীদের ডেকে এ ব্যাপারে একটি সচেতনতামূলক সভা করব বলে ভাবছি।'

সদর জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মোসলেহ উদ্দিন বলেন, 'মাঝেমধ্যে কিছু লোক ইউপি কার্যালয়ে এসে মেয়ের বয়স বাড়িয়ে জন্মসনদ নিতে চান। তাঁদের ফিরিয়ে দিই। এ ছাড়া বাল্যবিয়ের খবর পেলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বাধা দিই।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মনীষ চাকমা *প্রথম আলো*কে বলেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সভা ডাকলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।